কালের কণ্ঠ

... 1 4 FEB 2015 ...

রাজনীতির ফাঁদে শিক্ষা

নাসরুল আনোয়ার, হাওরাঞ্চল ▷

বাজিতপুরে ১৬ শিক্ষককে শাস্তি

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলায় গত তিন বছরে পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তত ১৬ শিক্ষকের ওপর সাময়িক বরখাস্তসহ নানা শাস্তির খড়্গ নেমে এসেছে। এ কারণে বিদ্যালয়গুলোর পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার কমেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শাস্তির মুখে পড়া শিক্ষকরা সরকারি দলের রাজনৈতিক নিগ্রহের শিকার। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির অনুগত একশ্রেণির প্রভাবশালী শিক্ষকের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতানৈক্য ও বিরোধের কারণে তাঁরা শাস্তি ভোগ করছেন। এ ছাড়া রাজনৈতিক সুবিধা নিয়ে বিদ্যালয়ের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ব্যক্তিরা বিনা বাধায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কাজ করে চলছেন। এর ফলে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না। অন্যদিকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের পরিবর্তে অনভিজ্ঞ ও অনুগত শিক্ষকদের দিয়ে ক্লাস করানো হচ্ছে। এতে, শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বরখাস্ত আতঙ্ক বিরাজ করছে বহু শিক্ষকের মধ্যে। এ কারণে অনেক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করায় ব্যস্ত থাকছেন।

হাফেজ আবদুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় : গণিতের শিক্ষক শাহীন আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় গত বছরের ১৩ এপ্রিল। এমপিওভুক্তির ১০ বছর পর তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ আনেন নিয়োগদাতা প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলাম। একই প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র (উপজেলার সাবেক শ্রেষ্ঠ) শিক্ষক দুলাল চন্দ্র দেকে দুই দফা সাময়িক বরখাস্তের পর সম্প্রতি কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া গত দুই বছরে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর তাসলিমা আক্তার, কৃষি শিক্ষক সমীর কুমার রায়, হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক জীবন দেবনাথ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল শাখার সমন্বয়ক ও সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক শামীম আহমেদকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের সাময়িক বরখাস্ত করে মাসের পর মাস ফেলে রাখায় বেতন-ভাতা না পেয়ে অনেকে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ধর্ম শিক্ষক মাওলানা আবদুল কুদ্দুস তাঁদের একজন। তাঁর বেতন আটকে রাখা হয়েছে প্রায় ১৯ মাস। তাঁর চার মেয়ে। সবাই লেখাপড়া করছে। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত দুর্বিষহ জীবন কাটছে। টাকার অভাবে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ জোগানো দূরের কথা, খেয়ে-পরে বাঁচাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।' তাঁর দাবি, '৩০ বছরের কর্মজীবনে আমার বিরুদ্ধে কখনোই কোনো অভিযোগ ওঠেনি। এত দিনে অসদাচরণের মিথ্যা অভিযোগে আমাকে বরখাস্ত করা হলো।' বরখাস্তের শিকার শিক্ষক শাহীন আলম বলেন, 'বলাৎকারের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গত বছর ছেড়ায় পদত্যাগ করেন। এর দুই মাস পর কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুনর্বহাল করে। প্রধান শিক্ষক স্কুলের গাছ কাটাসহ নানা আর্থিক অনিয়মে জড়িত। স্টাফ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি এসবের প্রতিবাদ করেছি। এ কারণে আমাকে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।'

বিগত ২০১৩ সালের জেএসসি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় থেকে ২২ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পায়। পাসের হার ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ। গত ২০১৪ সালে জিপিএ ৫ পায় আটজন এবং পাসের হার নেমে আসে ৭০-এ।

রাজ্জাকুন্নেছা স্কুল অ্যান্ড কলেজ : সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক নাসিমা রহমান, দুই ধর্মীয় শিক্ষক রুমা আক্তার ও মাওলানা আবদুল কুদ্দুসকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় ২০১৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। কর্তৃপক্ষ একই সময়ে কম্পিউটার শিক্ষক আজিজুর রহমান কাজলকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিলেও পরে তা প্রত্যাহার করে। এ ছাড়া গণিতের শিক্ষক মতিয়ার রহমানকে সাময়িক বরখাস্তের প্রায় ১০ মাস পর সম্প্রতি তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সহকারী শিক্ষিকা সালমা ইয়াসমিনকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। সাময়িক বরখাস্ত হওয়া শিক্ষিকা নাসিমা রহমান বলেন, 'নানা অবৈধ সুবিধা গ্রহণ ও আর্থিক লুটপাটের উদ্দেশ্যে একশ্রেণির দালাল শিক্ষকের প্ররোচনায় চরম অবমাননাকর অভিযোগ আনা হয়েছে। আমাকেসহ দুই নারী শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় আমি মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

এই বিদ্যালয়ে ২০১৩ সালে জেএসসিতে পাসের হার ছিল ৭৩ শতাংশ ও জিপিএ ৫ পেয়েছিল ৯ জন। ২০১৪ সালেই জিপিএ ৫ না কমলেও পাসের হার নেমে আসে ৬৩-তে।

এ ছাড়া নাজিরুল ইসলাম কলেজিয়েট স্কুল, বেগম রহিমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাজিতপুর কলেজের চার শিক্ষককে নানা শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্জাকুন্নেছা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও হাফেজ আবদুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মিজবাহউদ্দিন আহাম্মদ। তিনি স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রায় ৩০ বছর প্রতিষ্ঠান দুটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি (প্রায় ২৫ বছর ওই দায়িত্বে ছিলেন) এবং বাজিতপুর পৌরসভার সাবেক মেয়রও। মিজবাহউদ্দিন আহাম্মদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ সঠিক নয়। খারাপ প্রকৃতির শিক্ষকদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে মামলাও চলছে। তাই কমিটি এর সমাধান করতে পারছে না। বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পাঠদান চলছে। ভবিষ্যতে এগুলো আরো ভালো করবে।' উপজেলা শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি মোবারক হোসেন বলেন, 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কারণে শিক্ষকরা মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একই কারণে লেখাপড়াও ব্যাহত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিবেচনা ও বাণিজ্যের ফলে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ না হলে শিক্ষার মান আরো নেমে যাবে।'

কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর-নিকলী) আসনের সংসদ সদস্য মো. আফজাল হোসেন বলেন, 'শিক্ষকদের কাঁধের ওপর শাস্তির খড়্গ থাকলে শিক্ষায় তো ধস নামবেই। শিক্ষকদের গণহারে শাস্তি দেওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। এর মধ্যে যেসব ঘটনা আমি জেনেছি সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছি। বছরের পর বছর সাময়িক বরখাস্ত করে শিক্ষকদের এভাবে ঝুলিয়ে রাখা উচিত হচ্ছে না।'